ভট্টিকাব্যম্

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং	**বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং**
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ।	**তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাং চ।**
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাৎ	**নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তা-**
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ।।১।।	**চ্ছিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥১॥**

সান্বয়-ব্যাখ্যা—সঃ (রামঃ) তস্যাঃ (পূর্বোক্তায়াঃ) পুরঃ (নগর্যাঃ) নির্যায় (নির্গত্য) সমন্তাৎ (সর্বতঃ) বনস্পতীনাং (বৃক্ষাণাং) সরসাং নদীনাং তেজস্বিনাং (চন্দ্রতারাদীনাম্) কান্তিভৃতাং (সমুজ্জ্বলানাম্) দিশাঞ্চ শ্রিয়ং (শোভাং) দধানাং (ধারয়ন্তীং) শরদং দদর্শ (অপশ্যৎ) ।।১।।

বাচ্য—তেন দধানা শরৎ দদৃশে।।১।।

মল্লিনাথঃ।—বনস্পতীনামিতি। স রামস্তস্যাঃ পুরো নির্যায় নির্গত্য। যাতেঃ সমাসে ক্ত্বো ল্যবাদেশঃ। সমন্তাদ্বনস্পতীনাং বৃক্ষাণাম্। পারস্করাদিত্বাৎ সুড়াগমঃ। সরসাং কাসারাদীনাং নদীনাং সরিতাং তেজস্বিনাং চন্দ্রতারাদীনাম্। অথবা মেঘাপায়াদ্ভাস্বরাণামিতি সর্ববিশেষণম্। 'নপুংসকমনপুংসকেন'—ইত্যাদিনা নপুংসকৈকশেষঃ। কান্তিভৃতামিতি চ সর্ববিশেষণম্। দিশাঞ্চ শ্রিয়ং দধানামা-দধানাং পুষ্প্যন্তী-মিত্যর্থঃ। শরদং শরল্লক্ষ্মীং দদর্শ ।।১।।

ভরতঃ—বনস্পতীনামিতি। স রামঃ তস্যাঃ পুরঃ অযোধ্যায়া নির্গত্য সমন্তাৎ সর্বতঃ শরদং দদর্শ। যদ্যপি কালস্য প্রত্যক্ষতা নাস্তি, তথাঽপি তদ্ব্যঞ্জকদর্শনাৎ তথা ব্যপদেশঃ। কিম্ভূতাম্? বনস্পত্যাদীনাং শ্রিয়ং দধানাং বনস্পতয়ো বৃক্ষাঃ, পরস্পরং ব্যতিলুনন্তীতি জ্ঞাপকাৎ ক্বচিদভিধানাৎ সকারাগম ইতি বোধ্যম্।

"বনস্পত্যেতরদ্রৌ স্যাৎ দ্রুমাত্রেঽপি বনস্পতিঃ" ইতি রভসঃ। তেজো বিদ্যতে যেষাং তে তেজস্বিনশ্চন্দ্রাদয়ঃ, "স্রঙ্মেধাস্মায়াৎ"—ইতি বিন্। এষাং কান্তিভৃতামিতি সম্বন্ধঃ, কান্তিং বিভ্রতীতি ক্বিপ্ "স্বস্য তন্ পিতি" ইতি তন্। বনস্পতীনাং পুষ্পসম্বন্ধাৎ সরসাং বিকসিতপদ্মাদিমত্ত্বাৎ নদীদিক্তেজস্বিনাম্ অন্যৎ কান্তিভৃত্ত্বম্ ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—তিনি (রামচন্দ্র) সে পুরী অযোধ্যা থেকে নির্গত হয়ে চতুর্দিকে বৃক্ষ, সরোবর, নদী, গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক নিচয় (বা বীরগণ) ও শোভাময় নির্মল দিকসমূহের শ্রীবর্ধক শরৎকাল দেখতে পেলেন। (অর্থাৎ অযোধ্যা পুরী থেকে নির্গমন করে রামচন্দ্র চারদিকে বৃক্ষাদি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে দেখে বুঝতে পারলেন যে শরৎঋতু আবির্ভূত হয়েছে।)

মনোরমা—ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় যে প্রথম শ্লোকটি রয়েছে প্রথমে তারই বিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও কাল প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, অর্থাৎ কালকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি প্রকৃতি জগতে কালের আবির্ভাব ব্যঞ্জক বিবিধ ও বিচিত্র প্রকাশ থেকে কালের উপস্থিতি অনুভবগম্য হয়। সুতরাং রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকাল দর্শনব্যাপারে ও অনুরূপ যুক্তিও সুপ্রযোজ্য বিবেচনা করা হয়। (—**"যদ্যপি কালস্য প্রত্যক্ষতা নাস্তি, তথাপি তদ্ব্যঞ্জক লিঙ্গাদিদর্শনাৎ তথা ব্যপদেশঃ।"**) "জয়মঙ্গলা" টীকায় ও বলা হয়েছে—"কালস্য-অপ্রত্যক্ষত্বাৎ কার্যাণাং দর্শনাৎ তদ্দর্শনমিতি মন্যতে।" ভরতমল্লিকের টীকায় ও উক্তপ্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে,— **"যদ্যপি কালস্য প্রত্যক্ষতা নাস্তি, তথাপি তদ্ব্যঞ্জকদর্শনাৎ তথা ব্যপদেশঃ......বনস্পতীনাং পুষ্পসম্বন্ধাৎ সরসাং বিকসিতপদ্মাদিমত্ত্বাৎ কান্তিভৃতাম্"।**

প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ষট্ ঋতুচক্রের মধ্যে শরৎকালই কেবল বিজিগীষুগণের পক্ষে যুদ্ধাভিযানের প্রশস্তকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বর্ষার অবিরাম অজস্রবারিধারা গর্বণে পথঘাট এমন কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয় যে, তাতে সৈন্যদলের চলাচলে দারুণ অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়, বন্যার প্রাবল্যে যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন হলে স্থান থেকে স্থানান্তরে সৈন্যদলের পরিচালন ইত্যাদি ব্যাপার দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শীতঋতু ও অনুরূপভাবে যুদ্ধাভিযানের জন্য জিগীষুগণের পক্ষে প্রশস্ত কাল নয়, সেজন্য শরৎকালই বিজিগীষুগণের পক্ষে কণ্টক উদ্ধারের প্রশস্ত সময় বলে, মুনি ঋষিদের যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ-তাড়কা প্রভৃতি নিশাচরদের বধও বিতাড়ণের জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র শরৎ কালকেই নির্বাচন করেছিলেন। (ইদানীং বিজিগীষূণাং কণ্টকান্ সমুদ্ধর্তুং শরৎকালে সমুদ্যোগ ইতি তমেব বর্ণয় ন্নাহ"—(জয়মঙ্গলা)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল বৈয়াকরণকবি ভট্টিই যে তাঁর মহাকাব্যে শারদশোভা বর্ণনা করেছেন তা নয়, তাঁর পূর্ববর্তী মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশম্ মহাকাব্যের চতুর্থসর্গে, এবং ঋতুসংহার গীতিকাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাকবি ভারবি তাঁর "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে, এমন কি আদিকবি বাল্মীকি ও রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে শরৎ ঋতুর বর্ণনা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনায় স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও কবিশক্তির তারতম্য হেতু ভেদ-ভিন্নতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তবে আদিকবি বাল্মীকিই যে উত্তরকালের মহাকবিদের প্রেরণার উৎস সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যদিও মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত শরৎ ঋতুর বর্ণনার সঙ্গে বৈয়াকরণ কবি ভট্টি রচিত-শরদ্বর্ণনার প্রসঙ্গ ও পরিবেশের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধাভিযানের অব্যবহিত পূর্বেই শরদ্বর্ণনা স্থান পেয়েছে), তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" মহাকাব্যে বর্ণিত শরদ্বর্ণনার সঙ্গে ভট্টি রচিত শরদ্বর্ণনার সাদৃশ্য—তার চেয়েও অধিক। শরৎকালের প্রভাতে পথ চলতে বীর অর্জুন যেমন দিগন্তব্যাপী শালিধানের ক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রে গোপগণের কর্মব্যস্ততা, গোপপল্লীতে গোপাঙ্গনা গণের দধিমন্থন কালে নৃত্যের ন্যায় তালে তালে অঙ্গসঞ্চালন, ইত্যাদির দর্শনেরসঙ্গে বিশ্বামিত্রের আশ্রমযাত্রী রামচন্দ্র কর্তৃক দিগন্তবিস্তৃত নয়নাভিরাম শস্যপঙ্‌ক্তি, বিরহব্যথায় অনাভিজ্ঞ সরল, অকপট, যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে অভ্যস্ত কৃষককুল, গোপাঙ্গনাগণের সলজ্জ প্রয়াস, ও অকুটিল চারুদৃষ্টি, মন্থনকালে গোপাঙ্গনাগণের নৃত্যের ন্যায় ললিত অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দর্শনের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তা

সত্ত্বেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বৈয়াকরণ কবি ভট্টিরচিত শারদ্‌শোভা বর্ণনায় যে অপূর্ব চিত্রধর্মিতা রয়েছে তা অন্যত্র বিরল। বৈয়াকরণকবি যেন এক একটি শব্দালেখ্য পর পর সজ্জিত করে শরৎকালের স্মরণীয় সৌন্দর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। (উৎসাহী পাঠক মৎ সম্পাদিত "শরদ্বর্ণনম্" গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত বিভিন্ন মহাকবি রচিত শরদ্বর্ণনার মূল সহ আলোচনা দেখতে পারেন।)

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈ	**তরঙ্গ-সঙ্গাচ্ চপলৈঃ পলাশৈর্**
জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি।	**জ্বালা-শ্রিয়ং সাতিশয়ং দধন্তি।**
সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজু-	**স-ধূম-দীপ্তাগ্নি-রুচীনি রেজুস্**
স্তাম্রোৎপলান্যাকুলষট্ পদানি ।। ২।।	**তাম্রোৎপলান্যাকুল-ষট্-পদানি॥২॥**

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—তরঙ্গসঙ্গাৎ (ঊর্মিসম্পর্কাৎ) চপলৈঃ (চঞ্চলৈঃ) পলাশৈঃ (পত্রৈঃ) সাতিশয়াং জ্বালাশ্রিয়ং (শিখাশোভাং) দধন্তি (ধারয়ন্তি) আকুলষট্‌পদানি (চঞ্চলভ্রমরাঃ) [অতএব] সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি (ধূমিতজ্বলিতবহ্নিকান্তীনি) তাম্রোৎপলানি (রক্তকমলানি) রেজুঃ (শুশুভিরে) ।। ২।।

বাচ্য।—দধদ্ভিঃ আকুলষট্ পদৈঃ সধূমদীপ্তাগ্নিরুচিভিঃ তাম্রোৎপলৈঃ রেজে ।। ২।।

মল্লিনাথঃ—অথ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ শরদং বর্ণয়তি। **তরঙ্গেতি**। তরঙ্গসঙ্গাৎ চপলৈশ্চঞ্চলৈঃ পলাশৈর্দলৈঃ জ্বালানাং শ্রিয়ং শোভাং সাতিশয়ং ভূয়িষ্ঠং যথা তথা দধন্তি দধানানি। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' 'বা নপুংসকস্য—' ইতি বিকল্পান্নুমাগমঃ। আকুলাঃ ষট্‌পদাঃ যেষু তানি তাম্রোৎপলানি রক্তোৎপলানি সধূমস্য দীপ্তস্য জ্বলিতস্য অগ্নেঃ রুচিরিব রুচির্যেষাং তানি সন্তি রেজুঃ তদ্‌বদ্রেজুরিত্যুপমালঙ্কারঃ ।। ২।।

ভরতঃ। তরঙ্গেতি। তাম্রোৎপলানি রক্তোৎপলানি রেজুঃ। 'রাজৃঞ্ণ দীপ্তৌ' কণাদিত্বাৎ "তৃফলভজত্রপ—" ইতি অত এত্বং খিলোপশ্চ। কীদৃশানি? তরঙ্গসঙ্গা-

চ্চপলৈশ্চঞ্চলৈঃ পলাশৈঃ পত্রৈঃ সাতিশয়াং জ্বালাশ্রিয়ং দধন্তি। ধারয়ন্তি। ধূমেন সহ বর্তমানস্য দীপ্তাগ্নেঃ রুচিরিব রুচির্যেষাম্। আকুলাশ্চঞ্চলাঃ ষট্‌পদা ভ্রমরা যত্র, রক্তোৎপলদলানাং বহ্নিজ্বালাসাদৃশ্যং ভ্রমরস্য ধূমসাদৃশ্যমিতি ভাবঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ—তরঙ্গের আঘাতে চঞ্চল দল সমূহে অগ্নিশিখার শোভা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধারণপূর্বক, আকুল ভ্রমরবেষ্ঠিত তাম্রবর্ণ উৎপলশ্রেণী প্রদীপ্ত সধূম অগ্নির ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হয়ে শোভা পেতে লাগল।

মনোরমা—সলক্ষণ রামচন্দ্র যখন ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন বর্ষাশেষে শরৎঋতুর আবির্ভাব, প্রকৃতিজগতের সর্বত্রই উজ্জ্বল শারদশ্রীবিরাজমান। আপাততঃ রামচন্দ্রের ব্যাপার বাদ দিয়ে সামান্যরূপে শরৎপ্রকৃতির পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যমাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, ("**তং রাম ব্যাপারং বিনা সামান্যেন বর্ণয়ন্নাহ**)।—শরতের আবির্ভাবে সর্বত্র জলাশয়ে তাম্রের মত আরক্তিম পদ্মসমূহ উজ্জ্বলরূপে বিকসিত হয়েছে। প্রভাতের বায়ুর আঘাতে জলাশয়ের জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হওয়ায় তারই আঘাতে পদ্মসমূহের রক্তিম পলাশসকল কম্পমান, অস্থির ও চঞ্চল। সৌরভে আকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর সমূহ পূর্ণবিকসিত রক্তপদ্মসমূহের উপরি পরিভ্রমণরত। শরতের এ অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ কবির কল্পনায় একটি বাস্তবচিত্র যে কিভাবে অনবদ্য মনোজ্ঞ কাল্পনিক আলেখ্যে রূপান্তরিত হল তারই পরিচয় প্রকট হয়েছে এ চিত্রে। এখানে প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মগুলি যেন সদ্যোদীপ্ত উজ্জ্বল বহ্নি, রক্তপদ্মের দলগুলি যেন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা, পদ্মোপরি ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান কৃষ্ণভ্রমরগুলি যেন দীপ্তাগ্নি থেকে পূর্বোত্থিত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রজাল। ("**চলিতপত্রাণামগ্নিশিখাতুল্যত্বাৎ ষট্‌পদানাঞ্চধূমতুল্যত্বাৎ সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি ইত্যুক্তম্**") ("**তাম্রোৎপলদলানাম্ অগ্নিশিখাভিঃ সাদৃস্যং মনোজ্ঞং নাম। উভয়োঃ বর্ণঃ রক্তিমা আকৃতিশ্চ জিহ্বাসদৃশী। অত্র পলাশশব্দং 'দলম্' ইত্যর্থে গৃহীতম্, উৎপলানাং পত্রাণি তু গোলাকৃতীনি, হরিদ্বর্ণানি।**")

বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ ।।৩।।

বিম্বাগতৈস্ তীর-বনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ সরোজ-লক্ষ্মী স্থল-পদ্ম-হাসৈঃ॥৩॥

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—[নদীসরোবরাদীনাং] কুলানি (তটানি) নিজাং (স্বকীয়াং) সমৃদ্ধিং (বনলক্ষ্মীং) পয়োভিঃ (জলৈঃ) [কর্তৃভিঃ] বিম্বাগতৈঃ (প্রতিবিম্ব-রূপেণাগতৈঃ) তীরবনৈঃ [করণৈঃ] অপহৃতাং বিলোক্য সামর্ষতয়া ইব (ক্রোধাদিব) স্থলপদ্মহাসৈঃ (তটস্থকমলবিকাসৈঃ) [করণৈঃ] সরোজলক্ষ্মীং (কমলশোভাং) তেনুঃ (বিস্তারয়ামাসুঃ) ।।৩।।

বাচ্য।—কূলৈঃ নিজাং সমৃদ্ধিং পয়োভিঃ বিম্বাগতৈঃ তীরবনৈঃ অপহৃতাং বিলোক্য সামর্ষতয়েব স্থলপদ্মহাসৈঃ সরোজলক্ষ্মীঃ তেনে ।।৩।।

মল্লিনাথঃ।—**বিম্বেতি।** বিম্বেন প্রতিবিম্বরূপেণাগতৈঃ সংক্রান্তৈস্তীর-বনৈরুপলক্ষিতৈঃ পয়োভিঃ সরোজলৈরপহৃতাং নিজামাত্মীয়াং সমৃদ্ধিং বনলক্ষ্মীং বিলোক্য কূলানি কর্তৃণি সামর্ষতয়েব স্থলপদ্মহাসৈঃ স্থলকমলবিকাসৈঃ সরোজলক্ষ্মীং পয়ঃসম্বন্ধিনীং বিতেনুঃ বিতস্তরুঃ। পয়োভিঃ প্রতি বিম্বচ্ছলেন স্বকীয়বন-শোভাপহৃতেতি কূলৈঃ কোপাৎ স্থলপদ্মহাসমিষেণ তদীয়সরোজশোভাপহারঃ কৃত ইত্যুৎপ্রেক্ষার্থঃ পরহৃতশ্রীকাণাং তদীয়শ্রীহরণং যুক্তমিতি ভাবঃ ।।৩।।

ভরতঃ। **বিম্বেতি।** প্রতিবিম্বেনাগতৈস্তীরবনৈঃ করণভূতৈঃ পয়োভিঃ কর্তৃভিরাত্মীয়াং সমৃদ্ধিং সম্পত্তিম্ অপহৃতাং বিলোক্য নদ্যাদীনাং কূলাণি সামর্ষতয়া সক্রোধতয়া স্থলপদ্মহাসৈঃ স্থলকমলবিকাশৈঃ পয়ঃসম্বন্ধিনীং সরোজলক্ষ্মীং পদ্মশোভাং তেনুঃ। 'তনদুঞ্ বিস্তারে'। ইব উৎপ্রেক্ষায়াম্ ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত তীরস্থিত বনসমূহের দ্বারা জলরাশি কর্তৃক নিজ শোভা অপহৃত হতে দেখে কূলসমূহ অমর্ষভরে (প্রতিহিংসাবশতঃ) স্থলপদ্ম বিকাশের দ্বারা সরোজশোভা বিস্তার করেছিল।

মনোরমা—বর্ষা সমাপনান্তে শরতের আবির্ভাবে প্রকৃতিজগতের সর্বত্রই বিবিধ সৌন্দর্যের সমারোহ। তীরস্থিত বনসমূহ যেমন বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ, তেমনি জলরাশি ও নানা পদ্মে বিভূষিত। তদুপরি তীরে রয়েছে স্থলপদ্মের নয়ননন্দন সৌন্দর্য। তাই কবি তার কল্পনাদৃষ্টিতে অবলোকন করলেন— যে, কূল তার অপূর্ব বনশোভা জলাশয়ের প্রতিবিম্বের মাধ্যমে নীরবে অপহৃত হতে দেখে, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে স্থলপদ্ম বিকাসের মাধ্যমে জলপদ্মের শোভা বিস্তার করেছিল। শরৎকালে কোথাও কোথাও যেন জল ও স্থলে চলেছে সৌন্দর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সূর্যোদয়ের পূর্বে পুষ্পিত বনস্থলী কুসুমমাত্রে শোভিত জলের প্রতি যেন অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে সুর্যোদয়ের সুস্পষ্ট আলোকে প্রতিবিম্বরূপে সমুদয় বনশোভা জলে সংক্রমিত হলে বনের আর বিশেষ কোন উৎকর্ষ থাকল না। শোভাহরণরূপ অসদুপায়ে পরাভূত হতে হলো ভেবে বনভূমির আর ক্রোধের সীমা থাকল না। তাই তৎক্ষণাৎ বনভূমি জল থেকে দূরে মনোরম স্থলপদ্ম বিকসিত করে স্বীয় সৌন্দর্যের কেবল উৎকর্ষ বিধান করলে না, প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় ও কম উদ্যমশীল এবং কম সচেতন ছিল না।

নিশাতুষারৈর্ন য়নাম্বু কল্পৈঃ পত্রা [র্ণা] * ন্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ।।৪।।

নিশা-তুষারৈর্ নয়নাম্বু-কল্পৈঃ পত্রা-ন্ত-পর্যাগলদচ্ছ-বিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎ-পতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং তীর-তরুর্ দিনাদৌ ॥৪॥

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—নয়নাম্বুকল্পৈঃ (অশ্রুতুল্যৈঃ) নিশাতুষারৈঃ (রাত্রিহিমৈঃ) পত্রান্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ (পর্ণাগ্রস্রবন্নির্মলবিন্দুঃ) নদৎপতঙ্গঃ (কূজদ্বিহঙ্গঃ) তীরতরুঃ (তটবৃক্ষঃ) দিনাদৌ কুমুদ্বতীম্ (কুমুদিনীং প্রতি) উপারুরোদ ইব (রুদিতবান্ ইব) ।।৪।।

---

* "পর্ণান্তপর্যা" ইতি পাঠান্তরস্যেয়ং ব্যাখ্যা ।

বাচ্য।.....পত্রান্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুনা নদৎপতঙ্গেন তীরতরুণা দিনাদৌ কুমুদ্বতী উপারুরুদে ইব ।।৪।।

মল্লিনাথঃ।—নিশেতি। দিনাদৌ প্রভাতে নয়নাম্বুকল্পৈঃ তদুপমানযোগ্যৈ-রিত্যর্থঃ। নিশায়াং তুষারৈর্হিমৈঃ পর্ণান্তেভ্যঃ পত্রাগ্রেভ্যঃ পর্য্যাগলন্তঃ স্রবন্তঃ অচ্ছা নির্মলা বিন্দবো যস্য সঃ নদন্তঃ কুজন্তঃ পতঙ্গাঃ পক্ষিণো যস্মিন্ সঃ। তীরতরুঃ কুমুদ্বতীং কুমুদিনীং প্রতীত্যর্থঃ। গম্যমানোদ্দেশক্রিয়াপেক্ষয়া কর্মত্বম্। গম্যমান-ক্রিয়াপেক্ষয়া কারকোৎপত্তেরিষ্টত্বাৎ 'কুমুদনঙে'ত্যাদিনা বকারঃ। 'উগিতশ্চ' ইতি ঙীপ্। উপারুরোদেব। হন্ত নিঃশ্রীকা মুকুলিতা ইতি সাক্রন্দমশ্রূণি মুঞ্চন্তীত্যুৎপ্রেক্ষা ।। ৪ ।।

ভরতঃ। নিশেতি।—রাত্রিসম্বন্ধিহিমৈর্নয়নাম্বুতুল্যৈর্হেতুভিঃ পর্ণান্তপর্যাগলদচ্ছ-বিন্দুঃ সন্ দিনাদৌ প্রাতঃকালে তীরস্থিতো বৃক্ষঃ কুমুদ্বতীম্ উপারুরোদ ইব চন্দ্রস্য বিরহাৎ ত্বমীদৃশী জাতেতি ক্রন্দিতবানিব। পর্ণান্তেভ্যঃ সমন্তাৎ গলন্তঃ অচ্ছাঃ নির্মলা হিমানাং বিন্দবো যস্য, এতেন নয়নাম্বুতুল্যত্বং সূচিতম্। নদন্তঃ কুজন্তঃ পতঙ্গাঃ পক্ষিণো যত্র, এতেন পতঙ্গ শব্দৈরিব রোদনং সূচিতম্। আহ্বানবিশিষ্টায়া রোদন ক্রিয়ায়াঃ সকর্মকত্বং কেবলায়াস্ত্বকর্মকত্বমিতি বৃদ্ধাঃ, বতৌ কুমুদস্যাতো লোপো নিপাতনাৎ ।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ—প্রভাতে নয়নাকার পত্রসমূহের প্রান্তভাগ থেকে স্বচ্ছ তুষারবিন্দু পতিত হতে থাকায় এবং বৃক্ষ শাখায় পক্ষিগণ কূজন করতে থাকায়, তীরস্থিত একটি বৃক্ষ রাত্রিকালীন শিশিরপাতের ছলে অশ্রুমোচন করে যেন চন্দ্রবিরহকাতর কুমুদিনীর শোকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল।

মনোরমা—নবাগত শরৎপ্রকৃতির একটি বাস্তব আলেখ্যকে ভিত্তি করে আলোচ্যমান শ্লোকে যে একটি মনোরম চিত্তাকর্ষক চিত্র অংকিত হয়েছে, তা সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্যের সঙ্গে যেমন পদ্মিনীর, তেমনি চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদিনীর নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক। নায়কের বিরহে

যেমন নায়িকা শোকেদুঃখে ম্লান রূপ ধারণ করে, তেমনি শরৎকালের প্রভাতে চন্দ্রের বিরহে কাতর কুমুদিনী ও নিতান্ত শ্রীহীন হয়ে মুদ্রিত হল। জলস্থিত নায়িকার ও দুরবস্থা লক্ষ্য করে যেন তীরস্থিত এক বৃক্ষ পূর্বরাত্রে পত্রনিচয়ে সঞ্চিত অশ্রুতুল্য স্বচ্ছতুষারবিন্দু মোচন ও প্রভাতে বৃক্ষশাখাস্থিত বিহগকুলের উচ্চৈঃস্বরে কূজনের মাধ্যমে কুমুদিনীর বিরহদুঃখে যেন সমবেদনা জানাতে অশ্রুবিসর্জনপূর্বক ক্রন্দন করছে। নয়নাকার পত্রসমূহ থেকে সঞ্চিত তুষার বিন্দু মোচন—কে বৃক্ষের অশ্রুবর্ষণরূপে এবং বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষিকূলের কূজন কে রোদন ধ্বনি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমাসোক্তি অলংকারের আশ্রয়ে এখানে চেতন মানব মনের অনুভূতি অচেতন বৃক্ষের উপর আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি কালিদাসের রচনায় বিশেষতঃ 'রঘুবংশম্' মহাকাব্য ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে এমন নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সেখানে একে অপরের সুখে যেমন সুখ অনুভব করেছে, তেমনি একে অপরের দুঃখে সমধিক ব্যথাবেদনা ও অনুভব করেছে। কিন্তু প্রকৃতির দুঃখশোকে প্রকৃতির আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ অন্যত্র সুলভ কিনা তা বিশেষ বিচার্য।।

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ	**বনানি তোয়ানি চ নেত্র-কল্পৈঃ**
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।	**পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীন-ভৃঙ্গৈঃ।**
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী-	**পরস্পরাং বিস্ময়-বন্তি লক্ষ্মী-**
মালোকয়াঞ্চক্রু রিবাদরেণ।।৫।।	**মালোকয়াঞ্চক্রু রিবাদরেণ ॥৫॥**

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—বনানি নিলীনভৃঙ্গৈঃ (স্থিতভ্রমরৈঃ) নেত্রকল্পৈঃ (নয়নতুল্যৈঃ) পুষ্পৈঃ তোয়ানি চ [তাদৃশৈঃ] সরোজৈশ্চ (কমলৈশ্চ) বিস্ময়বন্তি [সন্তি] পরস্পরাং (অন্যোন্যাং) লক্ষ্মীম্ (শোভাম্) আদরেণ আলোকয়াঞ্চক্রুরিব (দদৃশুরিব) ।।৫।।

বাচ্য।—বনৈঃ নিলীনভৃঙ্গৈঃ নেত্রকল্পৈঃ পুষ্পৈঃ তোয়ৈশ্চ তাদৃশৈঃ সরোজৈশ্চ বিস্ময়বদ্ভিঃ সদ্ভিঃ পরস্পরা লক্ষ্মীঃ আদরেণ আলোকয়াঞ্চক্রে ইব ।। ৫ ।।

মল্লিনাথঃ।—বনানীতি। বনানি তোয়ানি চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ কনীনিকায়মান-ভৃঙ্গৈঃ ইতি ভাবঃ। অতএব নেত্রকল্পৈঃ যথাসংখ্যং পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ পরস্পরাং লক্ষ্মীমন্যোন্যশোভাং বিস্ময়বন্তি আশ্চর্যাণি সন্তি আদরেণাস্থয়া আলোকয়াঞ্চক্রু-রিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। সা চ বনানি তোয়ানি চ ইতি কেবলপ্রকৃতগোচরয়া তুল্যযোগিতয়া নেত্রকল্পৈরিত্যুপময়া পূর্বোক্তযথাসংখ্যেন চোত্থাপিতেতি সঙ্করঃ ।। ৫।।

ভরতঃ—বনানীতি। নেত্রসদৃশৈঃ পুষ্পৈর্বনানি সরোজৈস্তোয়ানি চ পরস্পরাম্ অন্যোঽন্যস্য লক্ষ্মীং শোভাম্ আদরেণ আলোকয়াঞ্চক্রুরিব, শোভাতিশয়াৎ বিস্ময়যুক্তানি। পরস্পরামিতি ক্রিয়াব্যতীহারে নিপাতঃ। 'পরস্পরম্' ইতি পাঠোঽপি তথা, ক্রিয়াবিশেষণং বা। নেত্রসাদৃশ্যে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ—নিলীনা আশ্লিষ্টা ভৃঙ্গা যেষু তৈঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ—(নদী ও সরোবরের তীরবর্তী) কাননসমূহ নিশ্চল ভ্রমরযুক্ত লোচন সদৃশ পুষ্পরাজির দ্বারা এবং (নদী ও সরোবরের) জলরাশি অনুরূপ ভ্রমরযুক্ত নয়নতুল্য পদ্মসমূহের দ্বারা পরস্পরের শোভা যেন বিস্মিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

মনোরমা—সদ্য সমাগত শরৎকালের নিসর্গ প্রকৃতিতে দৃশ্যমান অপর এক অনবদ্য চিত্রবর্ণনা প্রসঙ্গে বৈয়াকরণ কবি ভট্টি বলেছেন, শরৎকালে প্রতিটি জলাশয় যেমন নয়নাকার দলযুক্ত পদ্মসমূহে শোভিত হয়, তেমনি আবার প্রতিটি নদী ও সরোবরের তীরস্থিত কামল সমূহ ও লোচন সদৃশ পুষ্পরাশির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর সমূহ প্রতিটি পদ্ম ও পুষ্পে নিশ্চলরূপে উপবিষ্ট। শারদশোভার এ বাস্তবচিত্রটি কবির কল্পনাদৃষ্টিতে অন্যরূপে প্রতিভাত হল। তিনি মনে করলেন, বন এবং জল যেন তাদের নিশ্চলকৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরযুক্ত নয়নাকার পুষ্পদল ও পদ্মদল রূপ চক্ষু দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য যেন অত্যন্ত বিস্ময়ভরে সানন্দে অবলোকন করছে।

প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ	**প্রভাত-বাতাহতি-কম্পিতাকৃতিঃ**
কুমুদ্বতীরেণু পিশঙ্গবিগ্রহম্।	**কুমুদ্বতী-রেণু-পিশঙ্গ-বিগ্রহম্।**
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী	**নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী,**
ন মানিনীশং*সহতেঽন্যসঙ্গমম্।।৬।।	**ন মানিনী সংসহতেঽন্য-সঙ্গমম্ ॥৬॥**

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ (প্রাতঃকালসম্বন্ধিবাতা-ভিঘাতেন আকৃতিঃ যস্যাঃ সা চালিতা) পদ্মিনী (কমলিনী) কুপিতেব কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহং (কুমুদিনী-পরাগকপিশশরীরং) ভৃঙ্গং (ভ্রমরং) নিরাস, (নিরস্তবতী) [তথাহি] মানিনী অন্যসঙ্গমম্ ঈশং ন সহতে (ক্ষমতে) ।। ৬।।

বাচ্য।—প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃত্যা পদ্মিন্যা কুপিতয়েব রেণুপিশঙ্গবিগ্রহঃ ভৃঙ্গঃ নিরাসে, মানিন্যা অন্যসঙ্গমঃ ঈশঃ ন সহ্যতে ।। ৬।।

মল্লিনাথঃ।—প্রভাতেতি। প্রভাতবাতাহত্যা কম্পিতাকৃতিরিতি নিষেধ-চেষ্টোক্তিঃ। পদ্মিনী কুমদ্বত্যা রেণুভিঃ পিশঙ্গ-বিগ্রহমন্যাঙ্গরাগারুণাঙ্গমিত্যর্থঃ। ভৃঙ্গং কুপিতেব খণ্ডিতা নায়িকেবেত্যর্থঃ। 'নীত্বান্যত্র নিশাং প্রাতরাগতে প্রাণবল্লভে। অন্যসংযোগচিহ্নৈস্তু কুপিতা খন্ডিতা মতা' ইতি লক্ষণাৎ। নিরাস নিরস্তবতী। অস্যতের্লিট্। অত আদেঃ ইত্যভ্যাসে দীর্ঘঃ। তথাহি—মানিনী মানবতী স্ত্রী অন্যস্যাঃ সঙ্গমমন্যসঙ্গমং স্বপ্রিয়স্যেতি শেষঃ। সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পূর্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ। ন সংসহতে ন ক্ষমতে। সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ। বংশস্থবৃত্তম্ ।। ৬।।

ভরতঃ।—প্রভাতেতি। পদ্মিনী কুপিতেব ভৃঙ্গং নিরাস নিরস্যতি স্ম। কীদৃশম্? কুমুদ্বত্যা রেণুভিঃ পিশঙ্গঃ কপিলো বিগ্রহঃ শরীরং যস্য তাদৃশম্। কীদৃশী? প্রাতঃ-কালসম্বন্ধিবাতাভিঘাতেন কম্পিতা আকৃতির্যস্যাঃ সা, যথা কুপিতা স্ত্রী অন্যযোষিতা সহ গমিতরাত্রিং পতিং তদঙ্গলগ্ন-চন্দনচিহ্নেন নির্ণীয় ক্রোধাৎ কম্পিতবতী নিরস্যতি

---

* 'সংসহতে—' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

তথেয়মপীতিভাবঃ। যতঃ প্রশস্তমানবতী স্ত্রী অন্যযোষিৎসঙ্গমম্ ঈশং পতিং ন সহতে। অন্যশব্দস্য "পুংবৎ শ্রে" ইতি পুংবৎ। সংসহতে ইতি পাঠে— অর্থাৎ পত্যুরন্যস্ত্রীসংসর্গং ন সম্যক্ সহতে ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—প্রভাতপবনের আঘাতে কম্পিতকলেবর কমলিনী কুমুদিনীর রেণুতে পিঙ্গলদেহ ভ্রমরকে যেন কোপবশতঃ প্রত্যাখ্যান করল। কেননা, মানিনী অর্থাৎ-মানবতী রমনী অন্যনায়িকার সংসর্গ সহ্য করতে পারে না।

মনোরমা—আলোচ্যমান শ্লোকে শারদপ্রকৃতির প্রাতঃকালীন এক মনোজ্ঞ বাস্তবচিত্র কিভাবে এক কাব্যময় কাল্পনিক অপূর্ব আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়েছে তারই পরিচয় আছে। শরৎকালীন প্রভাতের মৃদুমন্দ পবনের আঘাতে জলাশয়ের শান্ত জলে উদ্ভূত তরঙ্গের তাড়নে পদ্মিনী প্রকম্পিত। মধুলোভী একটি ভ্রমর কুমুদিনীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করে, প্রভাতে কম্পিতদেহ পদ্মিনীর নিকট এসে উপবেশনে ব্যর্থ হয়ে অন্যত্র প্রস্থান করল। এখানে কবি তাঁর কল্পনা দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন যে, নায়ক যেমন অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে, সম্ভোগচিহ্ন দেহে ধারণকরে প্রভাতে স্বীয় নায়িকার কাছে ফিরল, কোপবশতঃ খণ্ডিতানায়িকা তাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে, তেমনি কুমুদিনীর পরাগলাঞ্ছন ভ্রমরকে প্রভাতে পদ্মিনী প্রত্যাখ্যান করল। কারণ, অভিমানিনী রমণী কখনো অন্য নায়িকার সঙ্গে স্বীয় নায়কের সংসর্গ সহ্য করতে পারেন না। ("যথা অন্যয়া স্ত্রিয়া সহোষিতং তদঙ্গ সংক্রান্তপরিমলকণ্ঠমালমাত্মদয়িতং কচিৎ কুপিতা নিরস্যতি তদ্বৎ। সা কিমিতি নিরস্যতি— যতো মানিনী মানবতী অন্য সঙ্গমম্ অন্যয়া সহ সংগমং ন সহতে। আত্মসঙ্গাদন্যসঙ্গমং ন সহতে ক্ষমতে'— (জয়মঙ্গলা)। খণ্ডিতা নায়িকার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

"পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যঃ অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথ্যতে ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা।।'

(সোঃ দঃ)

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ	দত্তাবধানং মধু-লেহি-গীতৌ
প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।	প্রশান্ত-চেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আবর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্	আকর্ণয়ন্নুৎসুক-হংস,-নাদান্
লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ ।।৭।।	লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ ॥৩॥

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—মধুলেহিগীতৌ (ভ্রমরগানে) দত্তাবধানং (দত্তমানসং) প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ (হন্তুমিচ্ছুঃ) মৃগাবিৎ (ব্যাধঃ) উৎসুকহংসনাদান্ (উৎকণ্ঠিতহংসশব্দান্) আকর্ণয়ন্ (শৃণ্বন্) লক্ষ্যে (শরব্যে মৃগরূপে ইত্যর্থঃ) সমাধিং (একাগ্রতাং) ন দধে (ন ধৃতবান্)।। ৭।।

বাচ্য। —...জিঘাংসুনা মৃগাবিধা...আকর্ণয়তা...সমাধির্ন...দধে ।। ৭।।

মল্লিনাথঃ।—দত্তেতি। মধুলেহিনো মধুলিহঃ। লিহেস্তাচ্ছীল্যে ণিনিঃ। তেষাং গীতৌ গানে দত্তাবধানং দত্তচিত্তম্। মৃগাণাং গানপ্রিয়ত্বাদিতি ভাবঃ, অতএব প্রশান্ত-চেষ্টং নিস্পন্দং হরিণং জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ। হন্তেঃ সন্নন্তাদুপ্রত্যয়ঃ। মৃগান্ বিধ্যতীতি মৃগাবিৎ ব্যাধঃ। ব্যধ তাড়নে ক্বিপ্, 'গ্রহিজ্যাবয়ি—' ইত্যাদিনা সম্প্রসারণং, 'নহিবৃতি—'ইত্যাদিনা পূর্বস্য দীর্ঘঃ। উৎসুকানাং হৃষ্টানাং হংসানাং নাদানাকর্ণয়ন্ তদাসক্তচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। লক্ষ্যে শরব্যে মৃগে সমাধিমৈকাগ্র্যং ন দধে নাধারয়ৎ, অপূর্বো ভাবো ভাবান্তরং প্রতিবধ্নাতীতি ভাবঃ। অত্র জিঘাংসাদিসামগ্রী-সদ্ভাবেঽপি লক্ষ্যসমাধিলক্ষণকার্যস্য হংসকূজিতাকর্ণনেনানুৎপত্তেরুক্তনিমিত্তা বিশেষোক্তিরলঙ্কারঃ। 'তৎসামগ্র্যামনুৎপত্তৌ বিশেষোক্তির্নিগদ্যতে' ইতি লক্ষণাৎ ।। ৭।।

ভরতঃ—দত্তাবধানমিতি। প্রশান্তা চেষ্টা শরীরক্রিয়া যস্য তাদৃশমপি হরিণং জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুর্মৃগাবিৎ ব্যাধঃ উৎসুকানাং হংসানাং নাদান্ আকর্ণয়ন্ শৃণ্বন্ লক্ষ্যে শরব্যে হরিণে সমাধিম্ অবধানং ন দধে ন ধৃতবান্, হংসধ্বনিশ্রবণেন স্বস্যোৎ-কণ্ঠিতত্বাৎ। প্রশান্তচেষ্টত্বে হেতুগর্ভবিশেষমাহ—মধুলেহিনাং ভ্রমরাণাং গীতৌ দত্তমবধানং যেন। মধুলেহীতি গ্রহাদিত্বাৎ ণিন্। মৃগং বিধ্যতীতি ক্বিপ্ "বীরুহো

ঘঙ্‌ক্বৌ" ইতি দীর্ঘনির্দেশাৎ ক্বচিৎ ক্বিবন্তে পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং স্যাদিতি সূচিতং, তেনাত্র দীর্ঘত্বম্, আঙ্‌পূর্বস্য বিধ্যতে রূপং বা; 'ব্যধ্যৌ তাড়ে' ইত্যস্য দন্ত্যবত্বাৎ ন জবত্বং, তেন "ঝভাস্ত-স্যাদিজবাম্—" ইত্যস্য ন বিষয়ঃ। 'কর্ণৎকভিদি' ইত্যস্যাঙ্-পূর্বস্য শ্রবণার্থকত্বম্। "বেধ্যং লক্ষ্যং শরব্যঞ্চ' "ইষ্টার্থোদ্‌যুক্ত উৎসুকঃ" ইতি চামরঃ। শাকটায়নে তু উন্মনসি উৎসুকঃ সাধিতঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ—ভ্রমরগণের মধুর গুঞ্জরণের প্রতি আসক্তচিত্ত নিশ্চল কোন এক মৃগকে হনন করতে ইচ্ছুক ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত হংসসমূহের শ্রুতিসুখকর নিনাদ শ্রবণ করতে করতে লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হল।

মনোরমা—ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমাভিমুখে পথ চলতে চলতে শরৎকালীন অনবদ্য ও চিত্তাকর্ষক এক মনোজ্ঞ চিত্র হৃদয়ভরে উপভোগ করবার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করলেন। শরৎকালের মনোহর প্রাতঃকালে প্রকৃতিজগতের জল-স্থল নির্বিশেষে সর্বত্র বিচিত্র রমনীয় পুষ্প ও পদ্মের অজস্র সমারোহ। সঙ্গে সঙ্গে মধুলিপ্সু ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জরণে চতুর্দিক মুখরিত। সে শ্রুতিমুখর গুঞ্জনে প্রাণিজগৎ ও বিশেষভাবে আকৃষ্ট। ফলতঃ হননোদ্যত ব্যাধকে দেখে ও মুগ্ধচিত্ত মৃগের আত্মরক্ষার ন্যূনতম প্রয়াস নেই। অপরদিকে, ঘাতক ব্যাধটি হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ও মধুর কলহংসনাদ শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হয়ে, লক্ষ্যে অর্থাৎ মৃগের প্রতি মনঃ সংযোগ করতে ব্যর্থ হল। বস্তুতঃ শারদপ্রভাতের মধুর ও শ্রুতিসুখর গুঞ্জন আর নিনাদের অপূর্ব মাদকতার অমোঘ প্রভাবে একদিকে যেমন ব্যাধ তার জিঘাংসা বিস্মৃত হয়েছে তেমনি অপরদিকে মৃগের মত ইতর প্রাণীটি ও তার হত্যাকারী অতিসন্নিকটে উপস্থিত জেনেও সে আত্মরক্ষার লেশমাত্র প্রয়াস পায়নি।

গিরের্নিতম্বে মরুতা বিভিন্নং
তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্।
সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়মাদধানং
শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীম্ ।।৮।।

গিরের্ নিতম্বে মরুতা বিভিন্নং
তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্।
সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়মাদধানং
শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীম্ ।।৮।।

সান্বয়-ব্যাখ্যা।—গিরেঃ নিতম্বে (মধ্যভাগে) [স্থিতং] মরুতা (বায়ুনা) বিভিন্নং (বিস্তারিতং) তোয়াবশেষেণ (জলাবশেষেণ) হিমাভং (তুষারপ্রভং) সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়ম্ (নদীপ্রবাহবৃদ্ধিম্) আদধানম্ (কুর্বাণম্) অভ্রং (মেঘঃ) শৈলাধিপস্য লক্ষ্মীম্ (শোভাম্) অনুচকার (অনুকৃতবৎ) ।। ৮।।

বাচ্য।—মরুতা বিভিন্নেন তোয়াবশেষেণ হিমাভেন সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়ম্ আদধানেন অভ্রেণ লক্ষ্মীঃ শৈলাধিপলক্ষ্মীঃ অনুচক্রে ।। ৮।।

মল্লিনাথঃ।—গিরেরিতি। গিরের্নিতম্বে কটকে মরুতা বাতেন বিভিন্নং বিস্তারিতং তোয়ানামবশেষেণ তোয়েষু গতেষু অবশেষেণ অবশিষ্টেন নির্জলরূপেণ হিমাভং হিমপ্রভং সরিতাং মুখেষু প্রবাহেষু অভ্যুচ্চয়ং বৃদ্ধিমাদধানং প্রাক্ক্ষণ এব বৃষ্ট্যা কৃতোচ্চয়মিত্যর্থঃ। অভ্রং মেঘঃ শৈলাধিপস্য হিমাদ্রের্লক্ষ্মী-মনুচকার তাদৃশীং শোভাং প্রাপেত্যুপমা ।। ৮।।

ভরতঃ।—গিরেরিতি —পর্বতস্য নিতম্বে শিখরে স্থিতম্ অভ্রং মেঘঃ শৈলাধিপস্য হিমালয়স্য লক্ষ্মীং শোভামনুচকার সদৃশীচকার। কীদৃশম্? মরুতা বায়ুনা বিভিন্নং তোয়াবশেষেণ হিমস্যেব আভা যস্য সরিন্মুখস্য গিরিনদীনির্গমস্থানস্য অভ্যুচ্চয়ং বৃদ্ধিং বৃষ্ট্যা আদধানং কুর্বাণম্। অভ্রতীতি অভ্রম্ "অভ্রগত্যাং" পচাদিত্বাদন্। যদ্বা—ন ভ্রশ্যন্তি জলান্যস্মাদিতি গমাদিত্বাৎ "হনজনাদগমাদের্ডঃ" ইতি ডঃ। "ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যুত" ইতি নিরুক্তিঃ। আপো ভ্রশ্যন্ত্যস্মাদিতি বা, পূর্ববৎ ডঃ, "কৃদ্ধোঃ—" "ইত্যুক্তেঃ," তেন বকারবানপ্যব্‌ভ্রশব্দঃ। অপো বিভতীত্যভ্রমিতি কেচিৎ। "নিতম্বো রোধসি স্কন্ধে শিখরে চ কটীরকে" ইতি বিশ্বঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ—বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত মেঘমালা পর্বতের মধ্য দেশে অবস্থান পূর্বক অবশিষ্ট জলরাশি বর্ষণের মাধ্যমে নদীর উৎসমুখগুলির বৃদ্ধিসাধন করে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের শোভা অনুকরণ করতে লাগল।

মনোরমা—আলোচ্যমান শ্লোকে বৈয়াকরণ কবি ভট্টি শরৎকালে প্রকৃতি-